



226899 - স্ত্রী মারা গলে ক পুরুষরে উপর শোক পালন ওয়াজবি?

প্রশ্ন

স্ত্রীর মৃত্যুর পর নরিদষ্টি কন সময় শোক ও দুঃখ পালন করা ক স্বামীর উপর ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

শোকপালন (ইহদাদ) মানে নরিদষ্টি একটি সময় সাজসজ্জা ও সুগন্ধরি ব্যবহার বর্জন করা। এটি নারীদের বশেষিষ্টি; পুরুষদের নয়। য়ে নারীর স্বামী মারা গছেনে তার উপর ইদ্দত পালন ও শোক পালন ওয়াজবি।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

“সদ্য বধিবা নারী সুগন্ধি ও সাজসজ্জা বর্জন করবে...। এটাকে শোকপালন বলা হয়। সদ্য বধিবা নারীর উপর এটি ওয়াজবি — এ ব্যাপারে আলমেদের কন মতভদে আছে মর্মে আমরা জাননি।”[আল-মুগনী (৮/১২৫)]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রতে (২০/৪৭৯) এসছে:

“য়ে নারীর স্বামী মারা গছেনে তার উপর ইদ্দত পালন ও শোক পালন ওয়াজবি।”[সমাপ্ত]

পক্ষান্তরে, আলমেদের ইজমাক্রমে (সর্বসম্মতক্রমে) পুরুষরে উপর কন শোকপালন নহে।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া গ্রন্থে (২/১০৫) এসছে: “তারা (আলমেগণ) এই মর্মে ইজমা (মতকৈষ) করছেনে য়ে, পুরুষরে উপরে শোকপালন নহে।”[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রতে (১৯/১৫৬) এসছে:

“আমরা য়ে অঞ্চলে আছি সখনে একটি প্রথা আছে; তাহলে: কারো স্ত্রী মারা গলে সে স্বামী ৬ মাস বা তদুর্ধ্ব সময়রে আগে দ্বিতীয় বয়ি করে না। আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেসে করেন: কনে? তারা বলবে: স্ত্রীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনস্বরূপ। ঘটনাক্রমে এক লোক তার স্ত্রী মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে বয়ি করে ফলে। মানুষ তার বয়িতে যায়নি। এমনকি তারা এ লোককে সালাম পর্যন্ত দয়ে না। স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে; এমনকি সটো যদি একদনি পরেও হয় বয়ি করা ক শরয়িতে



অনুমোদতি; নাকি অনুমোদতি নয়?

জবাব: এটি একটি জাহলৌ প্রথা। পবিত্র শরিয়তে এর কোন ভিত্তি নাই। তাই এ প্রথাটি বর্জন করা ও এটাকে বিবেচনা না করার জন্য একে অপরকে নসহিত করা বাঞ্ছনীয়। যবে ব্যক্তিত্বের স্ত্রীর মৃত্যুর পরপর বয়ি করেছে তার সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করা জায়যে নয়। কেননা তা শরিয়ত প্রদত্ত অধিকার ছাড়া সম্পর্কচ্ছদে।”[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।